বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-৫)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

আবু বকর আল-বাগদাদী দাউলাতুল ইরাকের গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে ছিলেন না। তিনি শুরা সদস্যদের মধ্যেও ছিলেন না। দাউলাতুল ইরাকের এক জন কর্মী হিসেবেই তিনি পরিচিত ছিলেন। একারণে ইমারতের দায়ীত্ব নিতে প্রথমে তিনি রাজি হন নি।
.
পর পর দু'জন আমীর বিমান হামলায় শহীদ হন। বাগদাদী জানতেন যে, এবার শহীদদের কাতারে তাকেও শামীল হতে হবে। তাই তিনি দায়িত্ব গ্রহণে ভয় পাচ্ছিলেন। হুজ্জী বকর বাগদাদীকে অভয় দেন, এবং বলেন, আপনার সাথে আমি আছি কোন সমস্যা হবে না।
.
হুজ্জী বকরের সিদ্ধান্তের উলটো করার ক্ষমতা শুরা পরিষদের ছিল না। হুজ্জী বকর সাদ্দামের সময়কার আরো কয়েক জন সেনা অফিসারকে দাউলাতুল ইরাকে যুক্ত করে।এদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দেয়া হয়। এজন্য হুজ্জী বকরের বিরোধিতা করার ক্ষমতা কারো ছিলো না। দাউলার শুরা সদস্যের অনেকে হুজ্জী বকরকে গুপ্তচর মনে করতো। কিন্তু একথা প্রকাশ করার সাহস করতো না।
-আমি তাকে গুপ্তচর মনে করি না। বরং তিনি সাদ্দামের আদর্শে কিছু করতে চেয়ে ছিলেন। সাদ্দাম যেমন বাথ পার্টির উপরোস্থ নেতাদের হত্যা করে সর্বোচ্চ পদটি দখল করে ছিলো। হুজ্জী বকর এমন কিছু করতে চেয়ে ছিলেন।
.
-হুজ্জী বকর ক্লিন শেভ করতেন। বাগদাদীকে আমীর বানানোর পরথেকে তিনি দাড়ি লম্বা করতে শুরু করেন ;
.
দাউলাতুল ইরাক তার দ্বিতীয় প্রজন্মকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলো। যার দু'জন আমীর। একজন প্রত্যক্ষ আমীর "বাগদাদী", যার কথা আমরা সকলে জানি। অন্য জন পরোক্ষ আমীর "হুজ্জী বকর", যাকে আমরা খুব কম চিনি।
.
দাউলাতুল ইরাক ভয় ও আশার মধ্য দিয়ে চলতে লাগলো। উড়ে এসে জুড়ে বসা হুজ্জী বকরের ভয়ে সকলে "তটস্থ" । নিচু পদস্থ কোন সদস্য উচ্চ পদস্থ নেতাদের তদারকি করার ক্ষমতা নেই। কারণ কাউকে তদারকি করা মানে তাকে সন্দেহ করা। আর সন্দেহ করা মানে আনুগত্য না করা। আর যে আনুগত্য করবে না,তাকে নিজের কবর নিজেই খুঁদতে হবে।
.
বাগদাদী ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক সপ্তা পর, হুজ্জী বকরের আচরণে পরিবর্তন ঘটে। তিনি ছিলেন গুরু গম্ভীর। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সবাইকে সন্দেহের নজরে দেখতেন। শুধু বাগদাদী ও এক দুজন বাথ নেতা ছাড়া কাউকে সাক্ষাৎ দিতেন না। তার সাথে কথা বলতে হলে আদব-লেহাজ রক্ষা করে কথা বলতে হতো। সিরিয়ানদের স্বভাব হলো, তারা কথা বলার সময় হাত নেড়ে কথা বলে। একবার হুজ্জী বকরের সামনে এক সিরিয়ান হাত নেড়ে কথা বলে। এই অপরাধে হুজ্জী বকর তাকে অনেক শাস্তি দেয়। হাত-পায়ে বেড়ী পড়িয়ে জেলে ফেলে রাখে।
.

হুজ্জী বকর নতুন করে শুরা পরিষদকে সাজান। আবু আলী আল-আনবারীকে, দাউলাতুল ইরাকের সামরিক প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। আনবারী সাদ্দাম হুসেনের সেনা অফিসার ছিলেন। রাতারাতি তিনি জিহাদী বনে যান।
.
হুজ্জী বকর বাগদাদীকে নিজের কাছে আগলে রাখেন। নিচু পদস্থ নেতাকর্মীদের বাগদাদীর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ ছিলো না।
.
হুজ্জী বকর শুরা সদস্যদের নিয়ে বাগদাদীর সাথে শাক্ষাত করেন। তিনি দুটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১: অভ্যন্তরীণ পুলিশ বাহিনী গঠন করা। ২: খনিজ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ নেয়া।
-অভ্যন্তরীণ পুলিশ বাহিনীর প্রধান হুজ্জী বকর নিজেই থাকেন। এই পুলিশ বাহিনী বাস্তবে একটি গোপন ঘাতক দল। এর সদস্যদের সকলেই সাদ্দাম আমলে সেনা সদস্য ছিলো। বাগদাদী ক্ষমতা গ্রহণের একমাসের মাথায় পুলিশ বাহিনী ২০ জন নেতাকর্মীকে গোপনে হত্যা করে। কয়েক মাসের মাথায় পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা ১০০ বেশি লোক হত্যা করে। যারা বাগদাদীকে বায়াত দিতে চাইত না, বা যাদের মধ্যে অবাধ্যতা দেখা যেতো তাদেরকে গোপনে হত্যা করা হত।
.
বাগদাদী এক সময় লক্ষ্য করলেন, হুজ্জী বকর ছাড়া নেতৃত্ব সামলানো সম্ভব নয়। হুজ্জী বকর যেভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করেছে, ইতপূর্বে কেউ তেমন করতে পারেনি। তাই বাগদাদীও হুজ্জী বকরকে অমান্য করতে পারতেন না। যদিও তিনি "নামমাত্র" আমীর ছিলেন।
.
দ্বিতীয় যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, খনিজ সম্পদ ও দাউলাতুল ইরাকের অর্থায়োনে মনযোগ দেয়া।
-আবু ওমর আল-বাগদাদী রাষ্ট্রিয় অর্থায়োনের জন্য কিছু পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ছিলেন। তা নিম্মরূপ...
১: শিয়া,খ্রিষ্টান, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী এবং ইরাক সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন সুন্নি মুসলিমদের সমস্ত সম্পদকে জাতীয়করণ করা।
২: তেলের খনিগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট ও সরকারী মিল-ফ্যাক্টরীগুলো নিজেদের দখলে নেওয়া।
৩: যে কনো কম্পানি যদি ইরাক সরকারের সাথে কোনো ধরণের চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে, তাহলে সে কম্পানী দাউলাতুল ইরাকের আমীরের সম্পত্বি বলে গন্য হবে।
৪: যে সকল কম্পানি দখলে নেয়া সম্ভব হবে না, সেই কম্পানির মালিকদের হত্যার হুমকি দেয়া হবে। অথবা বোম্বিং করে কম্পানি উড়িয়ে দেয়া হবে।
৫: মহা সড়কে চেকপোষ্ট বসিয়ে তেলবাহী ট্রাক থেকে কর আদায় করা হবে।
.
উপরের খাতগুলো থেকে প্রচুর অর্থ দাউলাতুল ইরাকের কোষাগারে জমা হতে থাকে। এদিকে আমেরিকা ইরাক ত্যাগ করার পর, যুদ্ধের খরচও কমে আসে। ফলে দাউলাতুল ইরাকের কোষাগারে অনেক সম্পদ জমা হয়। একারণে দাউলাতুল ইরাকের অধিনে চাকরী নেয়ার জন্য শিয়ারাও আগ্রহী হয়।
.
সম্পদের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায়, আলাদাকরে অর্থমন্ত্রণালয় খোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। হুজ্জী বকর নিজেই

অর্থমন্ত্রীর দায়ীত্ব গ্রহণ করেন।

.

হুজ্জী বকর পূর্বের শুরা পরিষদ ভেঙ্গে, তের সদস্য বিশিষ্ট নতুন শুরা পরিষদ গঠন করেন। যাদের সকলেই ইরাকী। ক্ষমতা কুক্ষিগত করতেই এমনটি করা হয়।

.